পলিসি ব্রিফ
#১৪৮/২০২৪
নভেম্বর ২০২৪

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সড়ক ও মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

প্রেক্ষাপট

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও খাতসমূহ এবং জনজীবনকে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) সর্বস্তরে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতাসহ সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গবেষণা-লব্ধ, জ্ঞানভিত্তিক ও অংশগ্রহণমূলক সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে পরিবর্তনের দাবী উত্থাপন ও অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে আসছে। দুর্নীতির নিয়ন্ত্রণের জন্য একদিকে সুশাসনের কার্যকর চাহিদা তৈরি এবং অন্যদিকে প্রাতিষ্ঠানিক, আইনি ও প্রায়োগিক সামর্থ্য বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে টিআইবি অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ লক্ষ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত, প্রতিষ্ঠান ও বিষয় নিয়ে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে, যার মধ্যে অবকাঠামো নির্মাণ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ইতিপূর্বে টিআইবি সংসদীয় আসনভিত্তিক থোক বরাদ্দ ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম এবং ই-জিপির মাধ্যমে সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতিসহ সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করতে গবেষণা সম্পন্ন করেছে এবং বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণে বহুমুখী অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। যার ধারাবাহিকতায় ৯ অক্টোবর ২০২৪, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীনে সড়ক ও মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় চিহ্নিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে "সড়ক ও মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ" শীর্ষক গবেষণাটি করা হয়েছে। গবেষণাটির পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন ও অন্যান্য নথিপত্র ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কাছে পাঠানো হয়েছে, যা টিআইবির ওয়েবসাইটেও বিদ্যমান।[১]

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, অর্থনৈতিক উন্নয়নকে গতিশীল করা, উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, বাংলাদেশকে সমৃদ্ধশালী ও উন্নত অর্থনীতির দেশে রূপান্তর ইত্যাদি বিষয়সমূহকে যুক্তি হিসেবে দেখিয়ে বিগত দেড় দশকে সড়ক ও মহাসড়ক অবকাঠামো উন্নয়নে বৈদেশিক ঋণ ও বিনিয়োগনির্ভর অতি উচ্চ বাজেটের মেগা প্রকল্পের পাশাপাশি দেশীয় অর্থায়নে বিপুল সংখ্যক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। সড়ক অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের সুযোগ থাকলেও এই ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নে বহুমাত্রিক দুর্নীতি বিদ্যমান, যা এই ভূমিকাকে বাধাগ্রস্ত করে। সড়ক ও মহাসড়ক খাতে রাজনীতিবিদ, সংশ্লিষ্ট আমলা ও ঠিকাদারের ত্রিপাক্ষিক আঁতাতের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রমের নীতি-নির্ধারণ, সরকারি ক্রয়ব্যবস্থা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন-প্রক্রিয়াকে করায়ত্ত করা হয়েছে। ফলে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে স্বার্থের দ্বন্দ্ব এবং রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের মাধ্যমে আইনের লঙ্ঘন, অনিয়ম ও দুর্নীতিসহ সুশাসনের সকল মানদণ্ডে ব্যাপক ঘাটতি চিহ্নিত হয়েছে। ত্রিপাক্ষিক যোগসাজশের মাধ্যমে সড়ক ও মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হয়েছে এবং কিছু দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদ, কর্মকর্তা ও ঠিকাদার অবৈধভাবে বিপুল পরিমাণ নিয়মবহির্ভূত অর্থ উপার্জনের অবাধ সুযোগ করায়ত্ত করেছে। দুর্নীতির লক্ষ্যে উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। একদিকে অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে অতি উচ্চ ব্যয়ে এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, অন্যদিকে নির্মিত সড়ক ও সেতুর মান খারাপ হচ্ছে ও টেকসই হচ্ছে না, যা প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য অর্জনকে ব্যাহত করছে। ফলশ্রুতিতে জাতীয় সম্পদের অপব্যবহার ও অপচয়ের অবারিত সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীনে বাস্তবায়িত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপির) উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমে দুর্নীতি প্রতিরোধ, সংশ্লিষ্ট সেবা কার্যক্রমে জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা এবং সার্বিকভাবে এ খাতে বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তরসমূহের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য টিআইবি নিচের সুপারিশমালা প্রস্তাব করছে–

সুপারিশমালা

ক্রমিক নম্বর	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	সকল সরকারি কার্যক্রমে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থতা, স্বজনপ্রীতি, অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে "স্বার্থের দ্বন্দ্ব আইন" প্রণয়ন এবং সড়ক ও মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নসংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানে এই আইনের প্রতিফলন নিশ্চিত করতে হবে।	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়; সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

[১] গবেষণা-সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট নথিসমূহ (মূল প্রতিবেদন, বাংলা ও ইংরেজি সার-সংক্ষেপ এবং উপস্থাপনা) এবং বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন:
https://ti-bangladesh.org/articles/research/7096

২.	সড়ক ও মহাসড়ক উন্নয়নসংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে রাজনীতিবিদ, কর্মকর্তা ও ঠিকাদারদের ত্রিপাক্ষিক আঁতাত চক্র নির্মূল করতে এবং বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত, নিরপেক্ষ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন করতে হবে। উক্ত টাস্কফোর্সের মাধ্যমে– • সড়ক ও মহাসড়ক উন্নয়নসংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণপ্রক্রিয়া করায়ত্ত করা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন ধাপে বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত রাজনীতিবিদ, কর্মকর্তা ও ঠিকাদারদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। • পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ও বিধিসহ (ক্রয়পদ্ধতি, দরপত্র মূল্যায়ন-প্রক্রিয়া ইত্যাদি) উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নসংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিবিধান পর্যালোচনা করে সরকারি ক্রয়ে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি ও সরকারি ক্রয়সহ প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতিটি ধাপে অনিয়ম ও দুর্নীতির ঝুঁকি সৃষ্টি করে এমন বিধিবিধান চিহ্নিত ও সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি (বিপিপিএ), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ও দুর্নীতি দমন কমিশন
৩.	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সম্পদ বিবরণী বার্ষিক ভিত্তিতে বাধ্যতামূলকভাবে প্রকাশ এবং হালনাগাদ করতে হবে। জমাকৃত সম্পদ বিবরণী যাচাইয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং কোনো প্রকার অসঙ্গতি পাওয়া গেলে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং দুর্নীতি দমন কমিশন
৪.	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা সংস্কার ও যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সড়ক ও মহাসড়ক উন্নয়নসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কঠোরভাবে নৈতিক আচরণবিধি অনুসরণ করতে হবে।	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
৫.	সড়ক ও মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের অবস্থান এবং পরিচয় নির্বিশেষে আইনানুগভাবে দৃষ্টান্তমূলক জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শুদ্ধাচার পুরস্কার, পদোন্নতি প্রদানসহ বিভিন্নভাবে পুরস্কৃত করা বা সুরক্ষা দেওয়া হতে বিরত থাকতে হবে।	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়; সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
৬.	সড়ক ও মহাসড়ক উন্নয়ন কার্যক্রমের সকল পর্যায়ে স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত ও স্বচ্ছ-প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত-গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; নিয়োগ, বদলি ও পদায়ন করতে হবে।	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন।
৭.	অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন, কার্যকর মূল্যায়ন ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতামত নিয়ে প্রাসঙ্গিক আইন ও বিধি-বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা সংস্কার করতে হবে।	পরিকল্পনা বিভাগ; পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
৮.	চলমান প্রকল্পসমূহ বিশেষ করে মেগা প্রকল্পসমূহের প্রকল্প প্রস্তাবনা ও বাজেট যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে অপ্রয়োজনীয় বরাদ্দ চিহ্নিত করে প্রকল্প প্রস্তাব ও বাজেট সংশোধন করতে হবে।	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়; সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
৯.	স্থানীয় জনগণের মতামত নিয়ে সড়ক ও মহাসড়কের প্রকৃত অবস্থা যাচাই সাপেক্ষে রোড মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে।	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়; সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
১০.	সকল উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে দক্ষ, অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ কর্তৃক সম্ভাব্যতা সমীক্ষার বাধ্যবাধকতার বিধান করতে হবে।	পরিকল্পনা বিভাগ; পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

১১.	উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি-বিধান ও নির্দেশিকার কঠোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
১২.	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যালয়ের কাজের পরিধি বিবেচনা সাপেক্ষে জনবল-কাঠামো সংস্কার করতে হবে।	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়; সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
১৩.	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সক্ষমতা ও সংশ্লিষ্ট সড়কের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা সাপেক্ষে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়; সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
১৪.	উন্নয়ন প্রকল্পসংশ্লিষ্ট সকল প্রকার সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্র-প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে সব ধরনের ক্রয় ই-জিপির মাধ্যমে করতে হবে এবং স্বার্থের সংঘাত, দলীয় প্রভাব এবং অন্যান্য অনিয়ম থেকে এই প্রক্রিয়া যেন মুক্ত থাকে, তা নিশ্চিত করতে হবে।	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি (বিপিপিএ)
১৫.	দরপত্র-প্রক্রিয়ায় ঠিকাদার নির্বাচন করার ক্ষেত্রে পূর্বের কাজের গুণগত মান বিবেচনায় নিতে হবে। অনিয়ম ও দুর্নীতি, কাজ অসমাপ্ত রাখা, ঠিকাদারি লাইসেন্স ভাড়া দেওয়া বা অবৈধভাবে সাব-কন্ট্রাক্ট দেওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঠিকাদারদের কালো তালিকাভুক্ত করতে হবে।	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি (বিপিপিএ)
১৬.	উন্নয়ন প্রকল্প নিরীক্ষা ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রমকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের জনবল ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি; পরিদর্শনের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে বছরব্যাপী পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
১৭.	সড়ক ও সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে (বিশেষত সংরক্ষিত বনাঞ্চল ও প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায়) পরিবেশগত প্রভাব নিরূপন, অবস্থানগত ছাড়পত্র ও পরিবশগত ছাড়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানের অনুসরণ করতে হবে। এ সকল ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের তদারকির উদ্যোগ নিতে হবে।	পরিবেশ অধিদপ্তর; সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
১৮.	সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) নিকট থেকে সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান অনুসারে যথাযথ-প্রক্রিয়ায় নেভিগেশনাল ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। সেতু নির্মাণকাজ চলাকালে বিআইডব্লিউটিএ'র তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে।	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর; বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)
১৯.	প্রকল্প প্রণয়নের পূর্বে জমি অধিগ্রহণ, ইউটিলিটি অবকাঠামো স্থানান্তর বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রাথমিক সম্মতি নিতে হবে এবং সময় নির্দিষ্ট করে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর; সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
২০.	প্রকল্প-সম্পর্কিত সকল তথ্য-উপাত্ত স্বপ্রণোদিতভাবে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করতে হবে।	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
২১.	সড়ক ও মহসড়ক উন্নয়ন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণশুনানির মতো জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম নিশ্চিত; শুনানিতে উত্থাপিত অভিযোগ একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরসনের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ সম্পর্কিত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর; সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

২২.	সড়ক ও মহসড়ক উন্নয়ন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণশুনানির মতো জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম নিশ্চিত; শুনানিতে উত্থাপিত অভিযোগ একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরসনের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ সম্পর্কিত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। • সংশ্লিষ্ট সকল অফিসে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করতে হবে। এ ছাড়া ইমেইল, ওয়েবসাইট ইত্যাদির মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। • অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার রেজিস্টার সংরক্ষণ এবং দ্রুততার সাথে অভিযোগগুলো পর্যালোচনা ও সমাধানে কার্যকর-ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। • জমাকৃত অভিযোগ নিরসনে গৃহীত পদক্ষেপ ও ফলাফল-সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য নিয়মিত ওয়েবসাইটে ও নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করতে হবে।	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর; সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি-০৫, সড়ক-১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯।
ফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০ । ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২
info@ti-bangladesh.org www.ti-bangladesh.org TIBangladesh